একুশ
পশ্চিম উপকূলের বাংলা পত্রিকা
Bangla Newspaper from West Coast

প্রকাশক ও
প্রধান সম্পাদক
জাহান হাসান

সহযোগী ব্যবস্থাপনা
সম্পাদক
শিরীন আক্তার

কন্ট্রিবিউটিং সম্পাদক
মামুন রিয়াজী
কাজী রহমান
অধ্যাপিকা হামিদা আখতার
এস, এম হোসেন বাবু
হানিফ সিদ্দিকী
মুজিবুর রহমান বাদল

নিয়মিত অংশদাতা
আরা আহমেদ
মমতাজ শহীদ
রেহানা সুলতানা
তপন দেবনাথ
মিজানুর রহমান

কার্টুনিষ্ট
মারি

Ekush
(2wenty One)
Bengali Community
Newspaper

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ড. কাজী নাসির উদ্দীন

Editorial

Editor-In-Chief
Jahan Hassan
Jahan@Ekush.info

ASSOCIATE EDITOR
Shirin Akhter

CONTRIBUTING
EDITORS
Mamun Reazi (MARI)
Kazi Rahman
Hamida Akhter (Prof.)
S.M. Hossain Babu
Hanif Siddique
Muzibur Rahman Badal

Editorial Advisor
Dr. Qazi Nasir Uddin

CONTRIBUTING
WRITERS
Ara Ahmed
Mamtaz Shahid
Rehana Sultana
Tapon Debnath
Mizanur Rahman

CARTOONIST
MARI

BUSINESS

Publisher
Jahan Hassan
(818) 941 3876
Publisher@Ekush.info

Advertising
(818) 941 3876

OFFICE :
একুশ Ekush
6362 Hollywood Blvd.
Suite 302
Hollywood, CA 90028,
USA

Phone: (818) 941 3876
Phone: (323) 462 9300
Fax: (877) 226 4524
Fax: (877) BANGLA INFO

www.Ekush.info

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

আরকার কলাম

কাজী রহমান

আয়ের চেয়ে ব্যয় যখন বেশী

স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদি এবং সার্বিক অবস্থাভেদে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিচার করে জীবনযাত্রা পাল্টায় এবং অগ্রসর হয়। আবার অনেকেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হয়ে পড়েন ধীর, ফলে জীবন পদ্ধতি হয়ে যায় জটিল আর উন্নয়ন হয় বাধাগ্রস্ত। আমাদের কমিউনিটিতে প্রধান একটি সমস্যা ইমিগ্রেশন, এটি দৃশ্যমান। তবে আর একটি ভয়ানক সমস্যা অর্থ বিষয়ক। এটি প্রায় অদৃশ্য। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। সংবেদনশীল বিষয় বলে এই সমস্যা অনালোচিত এবং গোপনীয়। অথচ এর কুপ্রভাব এড়াতে পারছেন না স্বামী-স্ত্রী, সন্তানেরা, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। প্রায় অপ্রকাশিত এই কঠিন ঝামেলার কারণে একজন মানুষের আচার-আচরণ হয়ে পড়ে ভীষণ নেতিবাচক। মুক্তি এবং নতুন করে জীবন শুরু করার উপায় হিসেবে অনেকেই ব্যাংক্রাপ্টসির আশ্রয় নেন। সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ব্যাংক্রাপ্টসির প্রাথমিক বিষয়গুলো আলোচনাই এ লেখার উদ্দেশ্য। বলাই বাহুল্য, এ বিষয়ে পেশাদারদের সাহায্য নেওয়া উচিত। তথ্য অনুসন্ধানে অনেক প্রফেশনালদের নাম পাওয়া যাবে। সরকারি ওয়েবসাইটের মধ্যে www.cacb.uscourts.gov সাইট মানি গাইড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাংক্রাপ্টসির আশ্রয়ে ব্যক্তিগত দেনামুক্ত একটি নতুন জীবন শুরু করা যেতে পারে।

অনেকদিন ধরে যখন আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হতে থাকে, ক্রেডিট কার্ড অথবা ক্রেডিট লাইন তখন ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থায় আয় ব্যয়ের অনুপাত পরিশোধ ক্ষমতার বাইরে চলে যায় বা অতি সামান্য টাকা পরিশোধে বহু বছর লেগে যায়। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ বহু বছরকে যুগে রূপান্তরিত করতে পারে। দীর্ঘ এই সময় অসহনীয়, স্পর্শকাতর অথচ জরুরী এই বিষয়টিকে নিত্য সঙ্গী করে দিন কাটান অনেকেই।

ব্যাংক্রাপ্টসির সুবিধার আশ্রয় নিতে হলে প্রথমেই জানতে হবে আপনি এই সুবিধার যোগ্য কিনা। এর প্রথম শর্তই হলো আয়ের চেয়ে ব্যয় অন্তত গত ৬ মাস বেশী ছিল কিনা। বাকি ব্যাপার যেমন ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় গাফিলতি বা সততা ছিল কিনা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত ? গত ৮ বছরের মধ্যে একই সুবিধা নিয়েছেন কিনা ইত্যাদিও যোগ্যতা বিবেচনার অংশ। একজন সৎ এবং সাধারণ মানুষ বা পরিবার অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখে যদি জীবনযাপন করেন অথচ আয় ব্যয়ের এই ভারসাম্যহীনতায় পড়ে যান, তার বা তাদের জন্য নতুন জীবন শুরুর লক্ষ্যেই এই ব্যাংক্রাপ্টসি। কারণ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করার এই প্রবণতার জন্য বিভিন্ন ক্রেডিট ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও কম দায়ী নয়। সাধারণ ক্রেডিট ব্যবহারকারীরা পদ্ধতি পুরোপুরি না বুঝেই অনেক সময় খরচ করে ফেলেন এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন। যখন টের পান তখন মাথার ওপর পর্বতসম দেনার বোঝা। যাই হোক ব্যাংক্রাপ্টসির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে প্রতিটি পাওনাদারকে কিন্তু পাওনাদারের তালিকায় অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, তারা যতো ছোট পাওনাদারই হোক না কেন।

ব্যাংক্রাপ্টসির ফলে ঋণ মুক্তির ব্যাপক ও অবিশ্বাস্য এই সুবিধার পাশাপাশি যে অসুবিধা হয় তা অনেকের মতে প্রায় অগ্রাহ্য করার মতো ব্যাপার । নতুন ক্রেডিট কার্ডসমূহ যেগুলো প্রায় ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে পাওয়া যায়, সেগুলোতে সুদের হার অনেক বেশী হয়। এছাড়া বাড়ি বা গাড়ি ইত্যাদি কিনলে তাতে সুদের হার বেশী হয়। ঠিকমতো দরদাম করতে পারা গেলে এই হার অনেক কমিয়েও ফেলা যায়।

এ বিষয়ে যারা গোপনীয়তা রক্ষা করতে চান অথচ নিজেই তথ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তারা অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্টারনেটের সাহায্য নিন। কয়েক লাখ ওয়েবসাইটের মধ্যে কোনটি পড়বেন ? আপনার সার্চ সীমিত রাখুন, সঠিক শব্দ বা বাক্য দিয়ে খুঁজুন। সুবিধার জন্য দু'একটি ওয়েব এড্রেস দেওয়া হলো। www.filingbankruptcy-onlineforms.gov অথবা www.your-bankruptcypartner.com ইত্যাদি। এইসব ওয়েবসাইটের কোনটাতে সর্বনিম্ন ২০ ডলার দিয়েও সমস্ত ফরম, নিয়মকানুন ও পদ্ধতি ডাউনলোড কিংবা প্রিন্ট করতে পারেন। সময় নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিন ব্যাংক্রাপ্টসির আশ্রয় আপনার মুক্তির একটি ভালো পথ কিনা। উকিল বা প্যারালিগ্যাল সার্ভিস নিন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা প্রথম সাক্ষাতে পয়সা নেয় না। আপনার জীবন মঙ্গলময় হোক।

শুভেচ্ছা।

কাজী রহমান

মুজিবর রহমান বাদল

ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে

সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে রাজনীতি এখন ভীষণ অস্থির। অস্থির বাংলাদেশের অর্থনীতি। সরকারও অস্থির। আর ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, বুদ্ধিজীবী, কূটনীতিক ও সেনা কর্মকর্তাদেরতো নাভিশ্বাস উঠেছে অস্থিরতার আবর্তে পড়ে। কিন্তু জনগণ কি পাচ্ছে ? দেশের অর্জনই বা কি ? দেশ, জনতার বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় গণতন্ত্র। এর কোন বিকল্প নেই। জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্য সুনিশ্চিত হয় তখন যখন পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে আসেন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিগণ। কারণ, আধুনিককালে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাজনীতিক রাজনীতিকে ব্যবহার করে থাকে ব্যক্তি পুঁজির বিকাশ ও শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার প্রধান উপায় হিসেবে। ব্যবসায়ীদের অনেকেই রাজনীতি অভিলাষী হয়ে ওঠে তাদের পুঁজি বিকাশের গ্যারান্টি সুনিশ্চিত করা ও ক্ষমতায় আরোহণের উচ্চাকাংখা পূরণের জন্যে। এমতাবস্থায়, তারা দেশের ৯৫% মানুষের কথা ভাবতে সময় পায় না। নির্বাচনের বৈতরনী পার হওয়ার জন্যে জনগণের নাকের সামনে প্রতিশ্রুতির লাল মূলা ঝুলিয়ে তারা তাদের প্রতিনিধি সেজে এগিয়ে আসে। সাধারণ মানুষের সহজ, সরল মনকে নিয়ন্ত্রণ করে সে প্রচেষ্টায় সফল হয়ে যখন তারা পার্লামেন্টে প্রবেশ করে তখন মুখোশ উন্মোচিত হয় তাদের আসল পরিচয়ের। জনগণের প্রতিনিধি নয়, তারা দেশ ও জনগণের শত্রু, দুর্নীতিবাজ, প্রতারক, লুণ্ঠনকারী, সন্ত্রাসী। সেই অবস্থায় তখন গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকতে পারে না, তা দেশের ও জনসাধারণের কোনও কাজে আসে না। এ অবস্থার আলোকে যে বাস্তবতা পরিস্ফুটিত, তা অনুধাবন করার সময় এখন।

চলমান সংলাপ নিয়ে সংশয় রয়েছে। সংশয় রয়েছে আসন্ন নির্বাচন নিয়ে। সরকারের মধ্যেও রয়েছে সংশয়। দেশ-জনতার স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান না দিয়ে কি করে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে সংলাপকে ব্ল্যাকমেইলিং করার মধ্য দিয়ে দুর্নীতিবাজ জেলবন্দী দুই নেত্রীর মুক্তি দাবী করা ? কি করে তারা পারছে এ ধরণের হাস্যকর উক্তি করতে যে দুই নেত্রীর মুক্তির প্রত্যাশায় জনগণ অপেক্ষা করছে ? লজ্জাস্কর প্রতারণা ছাড়া এই উক্তি আর কিছুই নয়। কারণ রিলিফের টিন আত্মসাৎকারী থেকে আরম্ভ করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকল দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলো কিনা তা দেখতে চায় জনগণ। বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের আছে অটুট অবস্থা। জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়।

নির্বাচন অনস্বীকার্য কিন্তু নির্বাচনের কাংখিত ফসল পার্লামেন্টে ওঠার পজি-টিভিটি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চয়তা পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাস্তবায়ন শুধু দেশের অর্থ অপচয় এবং জনগণের দুর্দশাই বাড়াবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

নির্বাচন মানে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন। কারণ এই প্রকৃতির নির্বাচন ছাড়া সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে না। বর্তমানে দেশের যে অবস্থা তাতে নির্দ্ধিধায় বলা যায় সাধারণ মানুষের যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পার্লামেন্টে আসন পাওয়ার অনুকূল অবস্থা দেশে এখনও সৃষ্টি হয়নি। সরকারের দায়িত্ব, নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, তা না হলে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হবে ওয়ান ইলেভেনের প্রসব বেদনা।

একদিকে যেমন অপরিহার্য নির্বাচন শেষ করা, অন্যদিকে সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন শুরু না করা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই শেষ করা ও শুরু না করার মধ্যিখানে যে সময় তা কভার করার জন্যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি যথোপযুক্ত ? এ পর্যন্ত তাদের অর্জন ও ব্যর্থতা পাশাপাশি দাঁড় করালে শুরুর দিনগুলোর মতো আশাদীপ্ত নয় চিত্রটি। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বপানে ছুটে চলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতে পারেনি বর্তমান সরকার, এমতাবস্থায় তাই জরুরী সরকারের পরিবর্তন।

চলমান পরিস্থিতিতে নতুন সিকোয়েন্সের উদ্যোক্তারা রাজনৈতিক দলসমূহ ও সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠানরত সংলাপ ব্যর্থ হয়ে গেলে ব্যর্থতার জন্যে রাজনীতিকদের দায়ী করার পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদেরও দায়ী করতে পারে। সংলাপে সরকার পক্ষের প্রধান ব্যক্তি প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ফখরুদ্দীন আহমেদ। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, সংলাপে ব্যর্থতার জন্যে তাদের সকলকে দায়ী করে যদি আরেকটি প্রেক্ষাপট তৈরী হয় জনগণ তা লুফে নেবে, এমনটা ভাবছে উদ্যোক্তা শক্তি। ডঃ ফখরুদ্দীন আহমেদসহ কতিপয় উপদেষ্টাকে মাইনাস করে একটি নতুন সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলছে। এইক্ষেত্রে সরকারের প্যাটার্ণ বা কাঠামোর পরিবর্তন হতে পারে। সেই সরকারের নাম হতে পারে জাতীয় সরকার। সূত্রমতে এতে সংবিধান কোনো বাধা হবে না। সূত্র আরও বলছে, ৯০-তে বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের প্রধান উপদেষ্টা হওয়া, নির্বাচনের পর তাঁর আবার স্ব-পদে ফিরে যাওয়া। ২০০৭-এ প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিনের প্রধান উপদেষ্টা হওয়া, আবার এ পদ ছেড়ে দেওয়া, তাঁর জরুরী অবস্থা জারী করা। ডঃ ফখরুদ্দীন আহমেদের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন উপদেষ্টা পরিষদের গঠন, আগের উপদেষ্টা পরিষদকে বাতিল করা, কোনও কিছুই সংবিধান ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

অন্য একটি মহল প্রস্তুতি নিচ্ছে, বৃহৎ দু'টি দল ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ না নিলে সমমনা, ছোট ছোট নবজন্ম দলগুলো নিয়ে হলেও একটা নির্বাচন সংগঠিত করা। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে তারা চায় একটা সরকার গঠন করতে। পরবর্তীতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বড়ো দুই দলের অংশগ্রহণে আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

আরেকটি মহল বলছে, এ প্রক্রিয়ায় সরকার গঠন করে তাদের মাধ্যমে পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা বর্তমান সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলো এনে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে পারে। এভাবে তৈরী হতে পারে বর্তমান সরকারের সম্মানজনক এক্সিট-এর নিরাপদ রাস্তাটিও। পরবর্তীতে সংশোধিত সংবিধানের আওতায় বড় দুই দলসহ সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর গঠিত হতে পারে পাঁচ বছরের পূর্ণ সময়ের মেয়াদী সরকার। অন্য এক মহলের বক্তব্য, ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর বিজয়ী দলগুলোর সমন্বয়ে গঠন করা যেতে পারে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার।

উপরোক্ত বক্তব্য, তৎপরতাগুলো এই চিত্রটিই তুলে ধরছে যে বাংলাদেশ এক সুক-ঠিন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এখন সময় পার করছে। এসব চিন্তা-ভাবনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

ড়- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ কয়েকজন উপদেষ্টাকে মাইনাস করে নতুন কোন সরকার গঠিত হলে রাজনীতিতে অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে জনমনে হতাশা আরও বাড়বে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি জটিলতর হবে।

ড়- বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নগামী দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পন্নের ক্ষেত্রে সরকারের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার সংকুলান সহজসাধ্য নয়। এমতাবস্থায়, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টি জাতীয় নির্বাচন যুক্তিযুক্ত নয়। দেশের জন্যে তা হবে বড় রকমের অপব্যয়। সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশো-ধনীসমূহ, পাঁচ বছরের জন্যে যারা পার্লামেন্টে আসবেন তাদের দ্বারা অনুমোদিত হতে কোনও বাধা থাকতে পারে না যদি নির্বাচনের আগেই সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আস্থা ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায় এবং যা করা হবে ন্যায়সংগত।

ড়- নির্বাচনের পরে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনের কথা যারা বলছেন, তারা কি করে নিশ্চিত হতে পারছেন নির্বাচনের মাধ্যমে সেই মহৎ ব্যক্তিগণের পার্লামেন্টে আগমন ঘটবে, যারা ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে স্থান দিয়ে একটি ঐকমত্যের সরকার গঠনে এগিয়ে আসবে ? বিশেষ করে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের যে অবস্থা, বর্তমানে রাজনৈতিক দল দুটোকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের কথাবার্তার ধরণ ও মানসিকতার যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে কোন অবস্থায়ই এ বিশ্বাস স্থাপন করার ভিত্তি আছে কি নির্বাচিত হওয়ার পর তারা জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠনে তৎপর হবে।

দেশের অবস্থা সত্যিই নাজুক। বিশেষ করে দ্রব্যমূল্যের রাজনীতি দেশের অর্থনীতিকে যে কায়দায় নাস্তানুবাদ করছে তার চেয়েও অধিক হারে নাস্তানুবাদ হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা। সব কিছুর মধ্যে একটা ব্যালেন্সড কন্ডিশন আনতে পারছে না বর্তমান সরকার। এই আনব্যালেন্সড এপ্রোচ যেমন ঘটেছে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে তেমনি ঘটেছে প্রশাসনিক প্রয়োগে। বাঙালির জনমানসকে ভালোভাবে অনুধাবন না করে প্রশাসনিক কাঠিন্যকে প্র্যাকটিস করা হয়েছে।

যে কোন সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্বকে হাঁটতে হয় জনগণের পাশাপাশি। বিষয়টি প্রগতিশীল হলেও বুঝতে হবে জনগণের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষমতা কতটুকু। গণ মানসে হবে যতক্ষণ গ্রহণযোগ্যতার মানসিকতা সৃষ্টি হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্বীকৃতি মিলবে না, বিষয়টি যতই প্রগতিশীল হোক। অনভিজ্ঞ স্কলার সরকার দেশের বিভিন্ন অব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও দু'একটি ক্ষেত্রে তার জনগণের পাশাপাশি হাঁটতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপরন্তু ঘায়ের মতো দ্রব্যম্যূল্যের রাজনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়াতো রয়েছেই। দেশের গণ শিক্ষার মান ও শিক্ষার হার সন্তোষজনক নয়। তাই সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার মান আবেগের কাছে অনেক সময় হার মানে। এছাড়া নির্বাচন বিষয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে দেশের গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজারে তার পরিবর্তন দরকার। এজন্যে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিকদের একটা অংশ তাদের বক্তব্যের অধিকাংশ সময়েই জুড়ে রাখেন নেগেটিভ কথাবার্তা। সুযোগ পেলেই তারা শুরু করেন সরকার ও প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ ও প্রতিঅ-াক্রমণ। দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে কেউ নয়। সময়ও থেমে থাকে না। ভুল থেকে পজেটিভ শিক্ষা নিয়ে সময়ের প্রবাহমানতার সাথে সংগতি রেখে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে খোলা মন ও উদার মান-সিকতা নিয়ে সকলকে গ্রহণ করতে হবে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী। যতো অধিক পরিমাণে আমরা আমাদের মন মানসিকতাকে এ ধারায় প্রবাহিত করতে পারবো ততো দ্রুত সম্ভব হবে চলমান সংকট থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা।

ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। মূলত দু'টি প্রধান বিষয়ে এখন প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য। এক, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং দুই, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আয়ত্বে নিয়ে আসা। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে হবে সরকার। কারণ, সরকারে জন-আস্থা অনস্বীকার্য। সরকার এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব সফল দেশ পরিচালনার পথে অন্তরায়।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সার্থকভাবে মোকাবেলা করতে জাতীয় সরকার গঠন তাই সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, নির্ভেজাল রাজনীতিক, শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগে এবং সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণে গঠিত হতে পারে একটি জাতীয় সরকার যাদের প্রধান দুটি কাজ হবে যত দ্রুত সম্ভব অর্থবহ জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ।

সম্পাদকীয়

আজ আমাদের ছুটি

ডঃ কাজী নাসির উদ্দীন

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত আর শীত ও বসন্তে প্রকৃতি তাহার নতুন নতুন কর্মসূচী লইয়া মনুষ্যকুলের সেবায় অবতীর্ণ হয়। গ্রীষ্মের খর রৌদ্রদাহে প্রতপ্ত প্রান্তর কালবৈশাখীর মাতম সৃষ্টি করিয়া পুরাতন বৎসরের আবর্জনা দূর করে। তারপর বর্ষা আসিয়া তাহার স্নেহের আশীর্বাদে ধরণীকে সিক্ত করিয়া সতেজ ও সজীব করিয়া তোলে। শরৎ তাহার অরুণ আলোর অঞ্জলী বিস্তার করিয়া মানব জীবনে সুখ ও শান্তির প্রতিষ্ঠায় কর্ম তৎপর হয়। হেমন্ত নতুন ফসলের আগমনী বার্তা বহন করিয়া আগামী দিনের স্বস্তি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা প্রদান পূর্বক মানব জীবনের দুর্ভাবনা দূর করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়। পৌষ ও মাঘের শীত বাঘের গায়ে লাগার আগেই নব বসন্তের ইঙ্গিতে কাননে কাননে পত্র-পল্লব-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে শুরু হয়। তারপর আবার গ্রীষ্মের প্রত্যাবর্তন কর্মব্যস্ত মানুষকে অবকাশ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়।

কিন্তু হায় মনুষ্যকুলের জন্য প্রকৃতির এই বৈচিত্রময় বহিঃপ্রকাশ কি দুঃখজনকভাবেই না আমাদের বর্তমান জীবনে অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইতেছে। এমন এক সময় ছিল যখন বারো মাসে তেরো পার্বণ লইয়া বাংলার জন জীবন আনন্দ উল্লাসে মাতিয়া থাকিত। এখন সে সময় গত হইয়াছে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে মানুষ আজ দিশাহারার মতো হাহাকার করিয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতির দিকে তাকাইবার তাহার সময় কোথায় ? সুতরাং মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃতির সমস্ত আয়োজন এখন অরণ্য রোদন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

সে কারণেই বোধ হয় বহুদিন আগে বাংলার একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী তাহার 'ফাল্গুন' নামে প্রবন্ধে ঋতু পরিবর্তনের প্রতি বাঙালির অনীহা সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের ঋতু পরিবর্তনের সংগে তুলনা করিয়া প্রমথ চৌধুরী অনুভব করিয়াছেন যে বাংলাদেশের ঋতু পরিবর্তন বাঙালিদের চোখে ধরাই পড়ে না যেমন ধরা পড়ে পাশ্চাত্য দেশের ঋতু পরিবর্তন সে দেশের মানুষের চোখে।

ধরা পড়িবে কি করিয়া ? এ প্রসঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাহবুবুল আলমের 'পল্টন জীবনের স্মৃতি'র কয়েকটি বাক্য আমার মনে পড়িয়া গেল, ''একটানা কাজের ভিড়ে আমার মাস, তারিখ ও বারের হিসাব থাকিত না। হঠাৎ শুনিলাম ঈদ''। এই একটানা কাজে মানুষের জীবন আজ অতিষ্ঠ। প্রকৃতির সাজগোজ দেখার অবকাশ আজ আর কোথায় ?

এককালে আমাদের দেশে গ্রীষ্মের অবকাশ বলিয়া একটা কথা ছিল। গ্রীষ্মকালের জ্যৈষ্ঠ মাসটিকে নির্ধারিত করা হইয়াছিল ছুটি উপভোগ করার জন্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের পাকা আমের গন্ধে গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, আর হাট-বাজার মৌ মৌ করিত। আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়িত, ''আজ আমাদের ছুটিরে ভাই আজ আমাদের ছুটি''। সেই সমস্ত দিন আজ কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের জীবনে ছুটির আর কোন অবকাশ নাই। অফুরন্ত কাজের বোঝা মাথায় লইয়া আমরা দেশে বিদেশে উন্মত্তের মত ছুটিয়ে বেড়াইতেছি। অথচ এই পাশ্চাত্য দেশের মানুষের জীবনে ছুটি অথবা অবকাশ, যাহাকে এ দেশের মানুষ 'ভ্যাকেশন' বলে এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে। সারা বৎসর গভীর আগ্রহে তাহারা 'সামার ভ্যাকেশন' বা গ্রীষ্ম অবকাশের জন্য অপেক্ষা করে। গ্রীষ্মের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই তাহারা প্রস্ততি গ্রহণ করিতে থাকে।

আমাদের বাংলাদেশীদের কি দুর্ভাগ্য। দেশের মানুষের কথা নাহয় বাদই দিলাম। অভাবের দেশ বাংলাদেশ। অভাবে নাকি মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। কিন্তু আমরা যাহারা বিদেশে আছি, অভাবের অজুহাত যাহারা দেখাইতে পারি না, আমাদের স্বভাব নষ্ট হইলো কি করিয়া তাহাতো বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমাদের এই প্রবাস জীবনে বিদেশে অবস্থান করাটাকেই যদি আমরা অবকাশ যাপন বলিয়া বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমরা আমেরিকায় আছি ইহার অর্থ এই নহে যে, আমরা বাংলাদেশ হইতে আমেরিকায় অবকাশ যাপন করিতে আসিয়াছি। আমরা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছি। সুতরাং আমাদের জীবনেও অবকাশের প্রয়োজন আছে। অথচ আমাদের প্রবাসী দেশবাসীদের মধ্যে ছুটি লইয়া গ্রীষ্ম অবকাশ যাপনের প্রবণতা এক প্রকার অনুপস্থিত বলিলেই চলে। এই মানসিকতার আশু পরিবর্তনের প্রয়োজন। আসুন আমরা সবাই এই গ্রীষ্মে সমস্বরে গান গাহিয়া উঠি, ''আজ আমাদের ছুটিরে ভাই, আজ আমাদের ছুটি''।

পূর্ব পশ্চিম

ইসমাইল হোসেন

রাজা যায় রাজা আসে
রাজতন্ত্র বসে থাকে

নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এই নির্বাচন এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এতে ত্রিমাত্রিক রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সিনেটর ওবামা কালো মানুষের ভালো চেহারা নিয়ে মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) এবং নেলসন ম্যান্ডেলার উত্তরাধিকারীর স্থান দখল করে নিয়েছেন। মুসলিম বিশ্বে যেমন লীডার নেই গত ১০০ বছর ধরে তেমনি কালো মানুষদের ইতিহাসেও নেই সফল অধিনায়ক। ওবামা সেই ইতিহাসের ধারাপাত করতে যাচ্ছেন অচিরেই। তিনি নির্বাচিত বা মনোনিত না হলেও কিছুই আসে যায় না আমেরিকান প্রশাসনের, তথাপি কালো মানুষকে কিভাবে বরণ করে নেবে হোয়াইট হাউস তা একবার চর্মচোক্ষে দেখতে চায় বিশ্ববাসী। আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ, তার ওপর দেশটি ইমিগ্র্যান্টদের। এতোসব উদারনৈতিক অবস্থার মধ্যেও সবার মনে সন্দেহ যে. যে দেশের রাষ্ট্রপতি ভবনের নাম হোয়াইট হাউস সে দেশের প্রেসিডেন্ট কিভাবে একজন কালো মানুষ হবে ? কবে, কখন, কি কারণে যে রাষ্ট্রপতির ভবনটির নাম হোয়াইট হাউস রেখেছিলো তার ইতিহাস যতই স্বচ্ছ হোক না কেন 'ডাল মে কুছ কালা'-র মতো কালো মানুষকে যে সাদা ভবনে ভালো মানাবে না তা হিলারী ক্লিন্টন দেশবাসীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন মাত্র ৪৫ শতাংশ।

বেচারা হিলারী, মেয়েমানুষ বলে কথা। মেয়েদের যুগ, মেয়েদের স্বাধীনতা, মেয়েরাই রাইট, মেয়েরা যাহা বলে অপেক্ষাকৃত সত্য বলে। এই রকম একটা ধোয়া তুলসী মার্কা মার্কিন সাম্রাজ্যে মেয়েলী মায়া কান্না জমিয়ে তুলতে পারছেন না তিনি। স্বামীভক্তা, অনুরক্তা, পতিপরায়না, হিলারীর পিছনে বিশ্ব প্রেমিক বিল ক্লিন্টন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তবু তার ঠোঁটে সেই হাসি নেই। যার বক্তৃতা শুনতে টাকা লাগে, ডলার খরচা করে ইন্টারনেটে লগ ইন করে খোদ সুশিক্ষিতজনরা লাইন লাগাতেন বিভিন্ন ইন্সটিটিউশনে তারাও কেমন যেন তাপ্পি মেরে গেছেন। বাঘের হালুম যেন এখন বিড়ালের মিউ ডাকের মতো মোলায়েম হয়ে গেছে। হিলারীকে হিমায়িত করার পিছনে যেন রিপাবলিকানদের চেয়ে ওবামা সমর্থিত ডেমোক্রেটরা বেশি মুখিয়ে আছেন। তারা আর ক্লিনটন বা বিল ক্লিনটনের আমলে ফিরে যেতে চায় না। বুশকে বেহুঁশ বললেও ক্লিনটনকে তারা ঠন ঠন বলতে চায় না। ভাবখানা, বাপু তোমরাতো ৮ বছর ছিলে হোয়াইট হাউসে, এতো হাউস কেন আবার পরের বছরের জন্য মশারি টানাতে। হিলারী আর ওবামার এই দুই অসম অথচ অতি প্রয়োজনীয় মনোনয়নের দিকে তাকিয়ে আমাদের উদিচির আদি শিল্পী রুনু ভাই গান গাইলেন ''দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা বন্ধু চিরকাল, রেললাইন বহে চিরকাল''।

রেললাইনের কথায় মনে পড়ে যায় আমাদের বংগ দেশের সেনা প্রধানের একটি উক্তির কথা। তিনি যুক্তি সহকারে বলেছিলেন, দেশকে লাইনচ্যুত করা হয়েছিলো, তারা লাইনে নিয়ে আসছেন দেশকে। রেললাইনের ট্রেনকে রেললাইনেই তুলতে হবে, অন্যখানে তুলে কোন লাভ নেই। তাই এতদিন চুপচাপ ছিলো দুই নেত্রীর ভক্তকুল। রেললাইনে রেলগাড়ি খালি তুললেই হবে না, তাকে চালাতেও হবে। রেলগাড়ি চলতে শুরু করবে সহসাই এমন ভেবে আমরা যখন যাত্রী সাধারণ রেলগাড়ির দিকে এগুলাম তখন শুনতে পেলাম আবু হানিফার গজল।

লাইনচ্যুত রেল লাইনে উঠেছে।
সামনে দুটো পাথর রয়েছে
কে দেখেছে ? কে দেখেছে ?
কামাল দেখেছে।
সামাল সামাল বলে সবাই
থমকে পড়েছে।

আর যায় কোথায় ? এবার যত দোষ ডঃ কামাল হোসেনের। কামাল হোসেনকে এখন প্রমাণ করতে হবে তিনি ১০২ কোটি টাকা সাদা করেন নি। আর সেগুলো যে কালো টাকা ছিলো তা শেখ হাসিনা নিশ্চিত করে বলেছেন। কারণ তিনি পুরো লেন্সের চশমা দিয়ে সেই টাকাগুলো পরীক্ষা করে তবেই বলেছেন। তাছাড়া জননেত্রী শেখ হাসিনা কখনো মিথ্যা বলেন না। এ বিষয়ে খালেদা জিয়া অবশ্য চুপচাপ। মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। বিলক্ষণ হলো গ্যাটকো মামলা। মামলাবাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে এক হাত দেখাতে এবার দুই নেত্রী বিনিসুতোর গিট্রু মেরেছেন। এই গিট্রু ছিঁড়ে ট্রেন চলবে ? ট্রেন চলবে না। ভোট হবে ? হবে না। ভোটার আইডি হবে ? পাঁচ বছরেও হবে না। নির্বাচন হবে ? হবে না।

নির্বাচন করতে গেলেও করতে দেবো না। কিভাবে আমাদের বাদ দিয়ে বঙ্গদেশে নির্বাচন হয় সেটা আবার দেখিয়ে দেবো। আমার দল আমার পৈত্রিক সম্পত্তির মতো, তোমার দল তোমার কাবিননামার মতো। কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ - এই নির্বাচন ভারী, দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে ক্ষমতার দায়ভার।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের শেষ ভাবনা ছিলো অনেকটা এরকম, 'আহা মন্দ যে জন রাজ্য শাসন করে, ভালো মানুষ রইলো ঘরে পড়ে, হায়রে এমন দেশটি আর কোথাও নাইরে'। সত্যজিৎ রায়ের হীরক রাজার দেশের কবিতা, গান শুনে ও দুইটি বাঘা বাঘা দল চতুর শেয়ালের সুরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ করলো (নির্বাচন) যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো ? মহা ঠেকায় পড়েছেন আমাদের অতি আকাংখিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

জগদ্দল পাথরের মতো ৩৫ বছরের এক নায়কতন্ত্র শাসনকে আমরা গণতন্ত্র বলে আইয়ুব খানের মাজার জিয়ারত করেছি। তাই গণতন্ত্র আর ভালো মানুষের নির্বাচন তা কেবল হীরক রাজার গল্পের মতোই যেমন, আমেরিকার এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার যাবতীয় গুণাবলী সত্ত্বেও যেহেতু তিনি মহিলা এবং অপরজন যেহেতু কৃষ্ণাঙ্গ সেহেতু এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। দু'টো দেশে প্রায় একই রকম প্রাচীন বিশ্বাসের চাদর দিয়ে ঢাকা।

রাজা যায় রাজা আসে, রাজতন্ত্র বসে থাকে। গল্পের রাজার চেয়ে বাস্তবের রাজার গল্প আরো অনেক বেশি চমকপ্রদ। ভালো মানুষ রাজার এই গল্প এরিস্টটল আর প্লেটোর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ছিলো। ম্যাকিয়াভেলি এই রাজাকে সিংহ ও শেয়ালের মিশ্রণে দেখেছেন, আমরা তাদের দেখেছি স্বৈরাচার হিসেবে। এক রাজাকে বিদায় করে অন্য রাজাকে রাজতন্ত্রের সিংহাসনে বসাতে আমরা কতই না বিবেচক, তথাপি ফলাফল হয় উল্টো। আশার কথা এবং বাংলাদেশে অতি আধুনিক ''না'' ভোটের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাকে চাইনা, চাইনা অযোগ্য, ধূর্ত, স্বার্থান্বেষী সন্ত্রাসীদের। চাই ভালো মানুষের শাসন, সেটা প্রবাসে কিংবা নিজ দেশে সবখানেই।

মন ও মননে
বিশ্বায়নের সুবাতাস চাই

একটি দুর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যু

অ্যারিজোনা থেকে বাচ্চু প্রেরিত

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের প্রথম সারির ব্যবসায়ী গত মাসে এসেছিলেন নিউইয়র্ক এক্সপোর্ট মেলাতে। স্বামী আফগানিস্থানে ইউএনডিপির অধীনে রোড ও হাইওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর ছুটিতে বাংলাদেশ যান। দেশে রেখে এসেছেন দুই মেয়ে (১৭ ও ৯ বছরের)। গত মাসে তিনি কানাডাতে তার কুটির শিল্পের প্রদর্শনী করে এসেছেন। ফোর্থ অব জুলাইয়ের লম্বা ছুটিতে ১৬ বছর পর ভাইকে দেখতে অ্যারিজোনা যাবেন বলে মনস্থ করলেন। দুই ভাই প্লাবন ও পিয়াস মাকে নিয়ে হলিউডে থাকে। বড় ভাই আসাদ হাসান অ্যারিজোনায় বাড়ি কিনে পরিবারসহ হলিউড থেকে অ্যারিজোনায় চলে গেছেন প্রায় দু'বছর হলো। ফিনিক্সের পাশেই লাভিন শহর। ১৬ বছর ধরে ছোট ভাই প্লাবনের সাথে দেখা হয় না। হলিউডে আসলেন, দেখা হলো। ভাই, মা ও বোনকে গ্রে হাউন্ড বাসে তুলে দিলেন মঙ্গলবার। পরের দিন সকালে আসাদ তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বৃহস্পতিবার সকালে আসাদ হাসানের স্ত্রী জেবা হাসান, শাশুড়ী, বোন শিরিন আক্তার ও দু'বছরের মেয়েকে নিয়ে কসকোতে (হোল সেল প্লেস) যাবার জন্য ফ্রীওয়েতে উঠেছেন, লেন পরিবর্তন করবেন ওমনি প্রচন্ড শব্দে গাড়ির টায়ার ফেটে গেলো। জেবা আর ব্যালেন্স রাখতে পারলেন না, প্রচন্ড জোরে ব্রেক করলেন। মুভির দেখার মতো দৃশ্য ঘটলো। গাড়ী ৩-৪ বার রোলিং হলো। কি করে যেন সামনে বসে থাকা বোন শিরিন আক্তার গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়লেন। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেলো, সমস্ত শরীর থেতলে গেলো। হাসপাতালে নেওয়া হলো, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ট্রমা সেন্টারে মৃত্যুর (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নালিল্লাহে রাজেউন) কোলে ঢলে পড়লেন শিরিন আক্তার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ (আনুমানিক) এর কোঠায়। অলৌকিকভাবে ২ বছরের শিশুটির কিছুই হয়নি। মার মাথায় রক্তক্ষরণে এখনো ইনটেনসিভ কেয়ারে আছেন। জেবা অল্প আঘাত পেয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাসায় গেলেন। অন্যদিকে প্ল্যান অনুযায়ী সেই সন্ধ্যায় লস এঞ্জেলেস থেকে প্রিয় ভাই প্লাবন ও পিয়াস মা-বোনকে দেখতে লস এঞ্জেলেস থেকে রওয়ানা হয়ে গেছে। বোনকে আর জীবিত দেখতে পেলো না তারা। শিরিন আক্তারের অকাল মৃত্যুর এই শোকের ভার পরিবার যেন বইতে পারে পরম করুণাময়ের কাছে সকলের এই প্রার্থনা।

অন্যদিকে লস এঞ্জেলেসে এই খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মসজিদে মসজিদে দোওয়া হয়। কয়েকটি পরিবার অ্যারিজোনা রওয়ানা হয়ে গেছেন। অ্যারিজোনাবাসীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আরেকটি বোনের অকাল মৃত্যু

অন্যদিকে আরেকটি মৃত্যু এসে লস এঞ্জেলেস প্রবাসী ভাইকে কাঁদিয়ে গেলো। সোহেল রহমান বাদলের বড় বোন নারায়ণগঞ্জের কৃতি অ্যাথলেট শামীম আক্তার (৫৫) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলে নারায়ণগঞ্জে পরলোক গমন করেছেন। বাদল সকলের কাছে বোনের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া চেয়েছেন।

ব্র্যাড শারম্যানকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন একজন দেশী

প্রথম পাতার পর:

বরাবরি পিছনে পড়ে আছে। রেজিস্টার্ড ডেমোক্রেটিক ভোটার সংখ্যা ১০৫ হাজার অন্যদিকে রিপাবলিকান মাত্র ৭০ হাজার। মোট ২২৫ হাজার রেজিস্টার্ড ভোটার এই সানফেরনান্ডো ভ্যালীর আসনটিতে আছেন। দেশী মানে বাংলাদেশী-ইন্ডিয়ান ভোটারদের সংখ্যা আনুমানিক ৫-৭ হাজারের মত। এই আসন থেকে এবার নির্বাচন করতে রিপাবলিকান পার্টির নমিনেশন পেয়েছেন ভারতের নভরাজ সিং। স্থানীয় বাংলাদেশী সমাজকর্মী ও ব্যবসায়ী এনামুল হক এমরান তার সৌজন্যে ফান্ড রেইজিং করার আয়োজন করেছেন। নভরাজ সিং-এর সাথে একুশ পত্রিকার আলাপচারিত-াকালে তিনি বলেন, আমি ভারতে বেঙ্গলী স্কুল অরবিন্দ আশ্রম থেকে পড়াশুনা করে ১৯৯৬৬ সনে ইন্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দেই। সেখান থেকে অবসরের পর মাত্র ৭ ডলার নিয়ে ১৯৭৪ সালে নিউইয়র্কে আসার পর জীবনযুদ্ধে নেমে পড়ি। পড়াশুনাসহ ব্যবসা করার পরে ১৯৭৯ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ায় মুভ করি। ২ সন্তানের জনক নভরাজ সিং এখন বেভারলী হিলে হোটেলসহ ৯টি রেস্টুরেন্টের মালিক। এই পরিশ্রমী এক্স ক্যাপ্টেন এখন রিপাবলিকান টিকিটে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে নামবেন। তার জন্য ফান্ড রেইজিং, জন সংযোগ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি আশাবাদী যে বিদেশীরা তাদের কর্মস্থলসহ সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় ভোটারদের দলমত নির্বিশেষে তাকে ভোট দেবার জন্য প্রচার চালাবেন। তিনি রিপাবলিকান, ডেমোক্রেট বুঝেন না, তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন হাউজে। তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ট্যাক্স কমানোসহ সর্বস্তরে ট্যাক্স কমানোর জন্য লবিং চালাবেন। তিনি প্যারেন্টস-টীচারের মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করবেন। বিদেশ থেকে শিক্ষিত টীচার আনবার ব্যবস্থা করবেন। ইমিগ্রেশন আইন অ্যামনেস্টির স্বপক্ষে কাজ করবেন। সর্বোপরি সাউথ এশিয়ানদের মুখপাত্র হিসাবে হাউসে সোচ্চার ভূমিকা রাখবেন।

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ কনসার্ট

আগামী ১৯ জুলাই, ০৮ শনিবার কনোগা পার্কের ইন্ডিয়া প্যালেসে এনামুল হক এমরান ও তার সহযোগিরা এক ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করেছেন। তিন জন জনপ্রিয় ভারতীয় সংগীতশিল্পী সংগীত পরিবেশন করবেন। প্রতি জনের জন্য ৩০ ডলার (ড্রিংকসহ)। যোগাযোগ ঃ এমরান (৮১৮) ৬২৫ -৫০৩১

হোপ মার্কেট
৯০৯-৭৯৯-৮৪০০

পরদেশ রেষ্টুরেন্ট ও গ্রোসারী
২১৩-৩৮০-৪০৭০

ইসলামিক মীট এন্ড ফুড মার্ট
৮১৮-৩৪৩-৯১২৩

দেশী ফুড গ্রোসারী ও রেষ্টুরেন্ট
২১৩-৩৮৯-৯৬৪৪

এশিয়া মার্ট
২১৩-৩৮৫-১২৩১

লাভলী স্পাইসল্যান্ড ও হালালমীট
৮১৮-৫৭৬-০২৮২